শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সটিটিউট (হাইস্কুল)

অষ্টম শ্রেনি–বাংলা

নমুনা উত্তরপত্র - ওয়ার্কশিট (১)

- **(১) <u>বহুবিকল্পভিত্তিক উত্তর</u>-**

  ১.১ (গ) সোজন বাদিয়ার ঘাট

  ১.২ (ক) সিম–লতার ঝাড়

  ১.৩ (ঘ) ডাহুক

  ১.৪ (খ) গাছের শাখায়

  ১.৫ (ক) লাল

  ১.৬ (খ) খেলা আর খেলা

  ১.৭ (ক) পয়লা বৈশাখ

  ১.৮ (ঘ) ১০

  ১.৯ (ক) স্বপনবাবু

  ১.১০ (ঘ) প্রথম দিনে

- **(২) অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর–**

  ২.১ গড়াই নদীর তীরে অবস্থিত বাড়িটির উঠোনে মটর ডাল,মুসুর ডাল,কালো জিরে,ধনে, লঙ্কা ও মরিচ রোদে শুকোচ্ছে।

  ২.২ সন্ধ্যে সকালের রঙিন মেঘেরা বাড়িটির সৌন্দর্যকে ভালোবেসে কিছুক্ষুন থেমে গেছে।

  ২.৩ প্রতিবছর ক্লাবের বারপুজোর আমন্ত্রন জানাতে রঞ্জনের কাছে ক্লাবের ফোন আসত।

২.৪ ‘পরাজয়’ গল্পের ফুটবল ম্যাচটি সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২.৫ রঞ্জনের পুরোনো ক্লাব ছেড়ে নতুন ক্লাবে নাম লেখানোর আনুমানিক কারণগুলি নিয়ে কাগজে লেখালিখি শুরু হয়েছিল।

- **রচনাধর্মী উত্তর**

উ : শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পরাজয়’ গল্পে (মূলগ্রন্থ : খেলা আর খেলা) খেলার সঙ্গে মানুষের জীবনবোধের এক গভীর মেলবন্ধনের চিত্র ফুটে ওঠে।

- *স্বপনের পরিচয়* : রঞ্জনের পুরোনো ক্লাবের প্রতিপক্ষ ক্লাবের সম্পাদক হলেন স্বপনবাবু।এই স্বপনবাবুই সুকৌশলে রঞ্জনের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে রঞ্জনকে নিজেদের ক্লাবে আনতে সক্ষম হন।
- *স্বপনদের চাওয়া* : স্বপনবাবু হলেন রঞ্জনের পুরোনো ক্লাবের যে প্রতিপক্ষ ক্লাব তাঁর সম্পাদক।স্বপনবাবুদের ক্লাব বরাবরই রঞ্জনের মতো প্রতিভাবান খেলোয়ারকে দলে আনার জন্য সচেষ্ট ছিল।পরবর্তীকালে এই চেষ্টায় তাঁরা ~~সঙ্গে~~ সফলও হয়েছিল।
- *সফলতার কারণ* : ফুটবল খেলা ও পুরোনো ক্লাব রঞ্জনের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।ক্লাবের জন্য সে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রলোভন ত্যাগ করেছে। বিনিময়ে চেয়েছে তাঁর প্রাপ্য সম্মান। পয়লা বৈশাখে বারপুজোয় আমন্ত্রন না জানানোর মাধ্যমে রঞ্জন সেই প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। তাঁর ভালোবাসার জায়গা থেকে আসা এই আঘাত রঞ্জনকে আহত করে।

'দুঃখ ও অভিমান ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিল'

এই দুঃখই রঞ্জনের মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম দেয়।সে প্রতিপক্ষ ক্লাবের সম্পাদক স্বপনবাবুকে ফোন করে নতুন ক্লাবে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলে

স্বপনবাবু দ্রুত রঞ্জনের বাড়ি পৌঁছায় এবং তাঁর পুরোনো ক্লাবের প্রতি জমা ক্ষোভকে উসকে দিতে সক্ষম হয়।

'স্বপন জানেন টোপ খাওয়া মাছ কীভাবে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে হয়'

এইভাবে রঞ্জনের সিদ্ধান্তের কথা সে ঘোষবাবুকে জানিয়ে সমস্ত কিছু চূড়ান্ত করে নেয়। রঞ্জন তার সিদ্ধান্তকে যেন গোপন রাখে নতুন দলে যোগ না দেওয়া পর্যন্ত,এই কথা বলে সে চলে যায়।তারপর দলবদলের প্রথমদিনই রঞ্জন স্বপনদের দলে যোগ দিয়ে স্বপনদের এতদিনের চাওয়া পূরণ করে দেয়।